22

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ০৩ DEC 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলেও অধিকাংশ কর্মকর্তা-কর্মচারী বহাল

শরিফুজ্জামান পিন্টু

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের একটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার পরও কর্মকর্তা কর্মচারীর অধিকাংশ নিজ নিজ পদে বহাল আছেন। সরকারী খাতায় নাম না থাকলেও তাঁরা কিভাবে দায়িত্ব পালন করছেন, কেন করছেন— তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এদের কেউ বা প্রভাবশালী, কেউ বা বিভ্রান্ত, কেউ বা রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তির আশায় প্রায় পাঁচ মাস ধরে চাকরি করে যাচ্ছেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা যায়, সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের ৪শ' ৪৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর চাকরির মেয়াদ গত ৩০ জুন শেষ হয়। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োজিত ছিলেন। প্রকল্প শেষ হবার পর মূল্যায়ন রিপোর্টে বলা হয়েছে যে; অধিকাংশ নির্মাণ কাজে ত্রুটি দেখা গেছে। ভবনের ছাদে, বিমে, ফ্লোরে ফাটল ধরেছে। এক শ' বছর স্থায়ীত্বের গ্যারান্টিতে নির্মিত এসব ভবনের অধিকাংশই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করতে হবে। এ প্রকল্পে ব্যাপক কারচুপি ও লুটপাটের অভিযোগ থাকলেও কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

এদিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগগত ৩০ জুন প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হয়েছে বলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। পরিকল্পনা কমিশনের এক চিঠিতে প্রকল্পে নিয়োগকৃত জনবলকে যথাসময়ে অব্যাহতি দিয়ে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃঙ্খলা সুচারুভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়। এরপরও বিভিন্ন জোনাল নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিডিও, ৫০ জন সহকারী প্রকৌশলী ও ১৮২ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন। সূত্র জানায়, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আশ্বাস দেয়া হচ্ছে যে, তাঁদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে। এ প্রলোভন দেখিয়ে মন্ত্রণালয়ে দেবার নামে তাঁদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

সূত্র জানায়, প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথে কয়েকজন প্রকৌশলীকে তাঁদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে কেউ কেউ বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন। ভোগ করছেন সরকারী সুযোগ-সুবিধা। একই যাত্রায় দুই ধরনের নিয়মের জন্য বিষয়টি গোটা ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। জানা যায়, মেয়াদ শেষ হবার পর পরই দু'জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর গাড়ি ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী হস্তগত করেন। অপরদিকে, প্রকৌশলী মোস্তফা কামালকে সৌদী প্রকল্পের ডিডিও হিসাবে বহাল রাখা হয়েছে। রংপুর জোনে জুলফিকার আলী হায়দার, ঝিনাইদহ জোনে মোঃ ইসরাইল, চাঁদপুর জোনে মোঃ এমদাদুল হক এবং প্রধান কার্যালয়ে কান্তি প্রসাদ কর নিয়মিত চাকরি করছেন।

এ ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী এসএসএমএ মান্নান-এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টা নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। অচিরেই মন্ত্রণালয় এ সমস্যার সমাধান করবে।